দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

262 (82)

ডাকসু নির্বাচন ।। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের তোড়জোড়

।। রেজানুর রহমান ।।
ঢাকা।বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

ডাকসু নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হইয়াছে। দুইবার পিছাইয়া তৃতীয় বারে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার একদিনের মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে সকল ছাত্র সংগঠন তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। ৩১শে জুলাই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, কর্তৃপক্ষ ৩/৪

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পৃঃ পর)

দিনের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত তফসিল প্রকাশ করিবে।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এবং ছাত্র আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা-দৃষ্টে মনে হইতেছে যে, এবারের নির্বাচনে বড় ছাত্র সংগঠনগুলি এককভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ছাত্রদল একক-ভাবে নির্বাচন করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ডাকসু-সহ বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে ছাত্র-দল তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে। ছাত্রলীগ (আ-অ) এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করিলেও বিলুপ্ত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নির্বাচন করা যায় কি-না, উহার চেষ্টাও শুরু হইয়াছে।

অপরদিকে বাম ছাত্র সংগঠন-গুলি ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দেওয়ার ব্যাপারে বেশী আগ্রহী। জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগ এই প্রক্রি-য়ায় রাজী না হইলে শেষ পর্যন্ত ৭/৮টি ছাত্র সংগঠনের মোর্চা হইতে পারে।

একটি সূত্রের মতে, এবারের নির্বাচনের সময় মাত্র ২০ দিন। কাজেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই মুহূর্তে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যাইবে না। তবে এবারের নির্বা-চনে একাধিক জোট গঠনের সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ডাকসুর জি, এস, ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খায়রুল কবীর খোকন বলেন, এককভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে আমরা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি-য়াছি। আশা করি, এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সম্ভব হইবে।

ছাত্রলীগের (আ-অ) সভাপতি শাহে আলম বলেন, এককভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা বৃহত্তর ঐক্যের ব্যাপারে চেষ্টা করিব।

জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্র লীগের সভাপতি নাজমুল হক প্রধান বলেন, এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি নুর আহমেদ বকুল বলেন, আমরা নির্বাচনের ঐক্যে বিশ্বাসী নই। জাতীয় ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষা-ঙ্গন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়া কোন সংগঠন ঐক্যের হাত বাড়াইলে আমরা বিমুখ করিব না। What about shibir ?

প্রায় ২৪টি ছাত্র সংগঠন এবা-রের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করিলেও ৪/৫টি ছাত্র সংগঠন ছাড়া অন্যদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল হলে প্রার্থী মনোনয়নদানের সাংগঠনিক ক্ষমতা নাই। এবার নির্বাচন উপলক্ষে নূতন করিয়া ভর্তির সুযোগ থাকিবে না।

উল্লেখ্য, ৮ই জুন বর্তমান ডাকসুর মেয়াদ শেষ হইয়াছে। প্রথমে ১৮ই জুলাই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইলেও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে এই তারিখ পিছাইয়া ২৫শে জুলাই নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ছাত্রনেতা মাহবুব হত্যা-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাস পরি-স্থিতির অবনতি ঘটায় এই তারিখও পিছাইয়া যায়।

এদিকে ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে প্রতিটি ছাত্র সংগঠন ঐক্যমত পোষণ করিলেও বিভিন্ন হলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সহিষ্ণু মনোভাব ফিরিয়া আসে নাই, বরং চাপা উত্তেজনা অব্যা-হত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন হল হইতে বিতাড়িত ছাত্ররা হলে ফিরিয়া আসিলেও তাহাদের মধ্যে হলে প্রভাব বিস্তারের মনো-ভাব বদলায় নাই।